অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতি

জুলাই, ২০১৯

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট
সার্ভিসেস(আইপিডিএস)

ভূমিকা ঃ অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতিটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় যারা আইপিডিএস এর জন্য কাজ করে তাদের প্রত্যেকের আচরণ, সততা এবং নৈতিকতা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রাখা এবং দেশের আইন-নীতিকে শ্রদ্ধা করা। এই অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতির মাধ্যমে আইপিডিএস এ কর্মরত কর্মী, স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার, পরিচালকমন্ডলী, পরামর্শদাতা বা ঠিকাদারের কর্মক্ষেত্রে অসৎ বিষয়ে কোন প্রকৃত উদ্বেগ ও ক্ষতি হতে সুরক্ষিত হতে আইপিডিএস উক্ত নীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে।

এই নীতিটি স্টাফদের চাকুরীর শর্তাদি এবং শর্তগুলির অংশ নয় এবং কার্য্যকারি কমিটির বিবেচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

১. অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতির উদ্দেশ্যসমূহঃ

১.১: এই নীতিমালাটি তখন প্রয়োগ হবে যখন কোন স্টাফ সংস্থায় প্রচলিত আচরন বিধি অনুযায়ী চিহ্নিত অথবা সংস্থার আচরন বিধি লঙঘন হয়।

১.২: এই নীতিমালাটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণভাবে প্রচলিত একটি স্বীকৃত উপায়। আইপিডিএস কর্মী বা সহযোগি হিসাবে , তারা সাধারণত প্রথম কোনও অসৎ আচরণ, জালিয়াতি, অবহেলা বা অবৈধ্যতার বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তারা নির্ভয়ে খোলামনে ও সৎভাবে বৈধ্য বা যুক্তিক বিষয়গুলি উত্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

২. কেন আইপিডিএস এর অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতি রয়েছে ? :

২.১: আইপিডিএস সংস্থায় এমন একটি পরিবেশ রয়েছে যেখানে মানবাধিকার ও সমতায় বিশ^াসি। সংস্থাটি মানবাধিকারের ক্ষতিকর পরিনতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমতা, বৈচিত্র্য, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার বিষয়ে উৎসর্গীকৃত। আইপিডিএস এর স্বপ্ন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে হয়রানি এবং অন্যান্য অপর্কম এবং জালিয়াতির ঝুঁিক সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আইপিডিএস এর কার্য্যকারি কমিটি এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের গুরুত্বর ঝুকিঁ সম্পর্কিত কোন বিষয় শোনতে বাধ্য - বিশেষভাবে মানবাধিকার এবং সমতা সংক্রান্ত ; যেমন আইপিডিএস ও তার কর্মরত স্টাফ এর সাথে সম্পর্কিত কোন হয়রানি অথবা জালিয়াতি।

২.২ আইপিডিএস সংস্থায় প্রচলিত অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতিমালা কাঠামোতে ঝুকি ও সম্মতি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, আন্ডারস্কোর এবং সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। এটি

আইপিডিএস এ এমন একটি অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠানের আচরন বিধি ও সুরক্ষা নীতিমালাকে পূর্বাভাস দেয় এবং তা সমাধানের একটি উপায়। তার জন্যে প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত প্রতিবেদন প্রক্রিয়া প্রস্তুত করেছে যেখানে কর্মীদের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির লঙিঘত হতে পারে এবং ভুল আচরন সম্পর্কে পূর্বে সচেতন হতে পারে।

- আর্থিকভাবে অসংগতি ; বিশেষভাবে চুরি, ঘুষ, জালিয়াতি, অর্থ লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড।
- কোন আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থ।
- যৌন নির্যাতন, হয়রানি বা শোষণ সহ যৌন অনৈতিক আচরন।
- শিশু, দূর্বল প্রাপ্তবয়স্ক বা সুবিধাভোগীর অপব্যবহার বা শোষন।
- কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিএস এর নীতিসমূহ লঙঘন।
- পদাধিকারের অপব্যবহার বা ক্ষমতার অপব্যবহার।
- ব্যক্তির স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা এবং পরিবেশের ক্ষতির কারন।
- অপ্রচলিত আচরণ বা অনৈতিক আচরণ।
- এমন কার্য্যকলাপ যা সংস্থাটি গুরুত্বর প্রতিবন্ধকতা আনবে।
- উপরে তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা।

৩. কি রিপোর্ট করতে হবে ?

৩.১ আইপিডিএসকে ঝুকিঁ সম্পর্কে জানতে হবে যা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে। যদি কোন কর্মী এমন ঝুকিঁ সম্পর্কিত তথ্য থাকে বা বিশ^াস করে যে ভুল কাজ ঘটেছে, বা হতে পারে, এটি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে এবং এটি কিভাবে প্রতিবেদন করতে হবে তা নিচের পদ্ধতি অনুসরন করুন;

৩.২ যদিও এটি বোঝা যায় যে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার পূর্বে কর্মী আরও তথ্য চাইতে পারেন অথবা সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করতে

চাইতে পারেন, তদন্ত পরিচালনা ও প্রমান সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে প্রভাবিত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে সহকর্মীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তথ্য আলোচনা করতে পারেন। এই নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আইপিডিএসকে সাহায্য করা যখন কোন সমস্যা ঘটে বা ঘটতে পারে। সেই জন্য যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে জরুরী উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত পরিচালনা করা।

৪. সতর্কীকরণ নীতির রির্পোটিং প্রক্রিয়া ঃ

৪.১ এই অগ্রীম সতর্কীকরণ নীতির মাধ্যমে আইপিডিএস এ কর্মরত কর্মী, স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার, পরিচালকমন্ডলী, পরামর্শদাতা বা ঠিকাদারের কর্মক্ষেত্রে অসৎ বিষয়ে কোন প্রকৃত উদ্বেগ ও ক্ষতি হতে সুরক্ষিত হতে আইপিডিএস উক্ত নীতি অনুসরণ করতে পারে।

৪.২ উপরে উল্লেখিত যে কোন বিষয়ে যদি বিশ^াস করে যে সে /তার প্রমান পাওয়া গেছে যা হয়রানি/অপব্যবহার, জালিয়াতি, অসৎ আচরন বা আচরন বিধির কোনভাবে লঙিঘত হওয়া চিহ্নিত করে তবে সে/তার কাছে প্রত্যাশিত যে সে উপযুক্ত প্রমানসহ রিপোর্ট প্রদান করবেন;

- আইপিডিএস এর এইচ আর বিভাগের প্রধানের কাছে অথবা জেন্ডার ফোকাল পারসন এর কাছে হয়রানি বা অপব্যবহারের বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে পারেন। যদি কোন স্টাফ মনে করে যে, এই ঘটনার সাথে উপরোক্ত যে কেউ যুক্ত আছে তবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের কাছে উক্ত বিষয়ে আবেদন করতে পারেন।
- যদি অভিযোগকারী মনে করে যে, তার প্রদত্ত আবেদনটি যথাযথভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না সেইক্ষেত্রে তিনি আইপিডিএস এর কার্য্যকারী কমিটির কাছে উক্ত বিষয়ে প্রদান করতে পারেন।

৪.৩ অভিযোগকারী ইচ্ছে করলে সংস্থার ইমেইল অথবা অভিযোগ বক্সে অভিযোগ প্রদান করতে পারে।

৪.৪ হয়রানি শিকার ব্যক্তির পক্ষে যে কেউ অভিযোগ করতে পারে তবে তার সম্মতি পত্র প্রয়োজন।

৫. গোপনীয়তা :

৫.১ অভিযোগকারী যতখন পর্যন্ত রাজি না থাকে ততখন পর্যন্ত তার পরিচয় বিশ^স্তভাবে গোপনীয় রাখতে হবে। যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে যে, হয়রানি শিকার ব্যক্তির পক্ষের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। অভিযোগকারী বা হয়রানি শিকার ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পেলে উক্ত ব্যক্তির জীবন নাশ বা ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারেন।

৫.২ কর্মীর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না যতখন পর্যন্ত আইনে বলা না হয়।